গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
ইমেইলঃ bdcoronasaver@gmail.com

মুজিব বর্ষে স্বাস্থ্যখাত
এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি

তারিখ: ০৩ এপ্রিল, ২০২০

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আজ দুপুর ১২:০০টায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের কনফারেন্স কক্ষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ মহোদয়ের পরিচালনায় নিয়মিত অনলাইন প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি তার নিজ বাসভবন থেকে অংশ নেন। ব্রিফিংয়ে আরও অংশ নেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডাঃ নাসিমা সুলতানা; পরিচালক, এমআইএস ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান; এবং পরিচালক, আইইডিসিআর অধ্যাপক ডাঃ মীরজাদী সাব্রিনা ফ্লোরা।

ব্রিফিংয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিক দেশের করোনা পরিস্থিতির তদারকি করে যাচ্ছেন। তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সকল প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশেষ করে যারা মাঠ পর্যায়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি কোয়ারেন্টাইন এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে সরকার যে সকল নির্দেশনা দিয়েছেন তা সকলকে সঠিকভাবে মেনে চলার আহবান জানান। বাসায় থাকা, পারস্পরিক নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা, অযথা ঘোরাঘুরি না করা, বাজারে গেলেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা, কোথাও জটলা না পাকানো এবং বাইরে গেলে মাস্ক পরিধান করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই)-এর তিনি ব্যাপারে বলেন, সরকারের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পিপিই মজুদ রয়েছে। তিনি জানান, এখন বেশ কিছু জায়গায় নতুন করে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা শুরু হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই আরো নতুন কিছু জায়গায় পরীক্ষা শুরু হবে। তিনি আরও বলেন, করোনাভাইরাস পরীক্ষা কিট্সের কোনো সংকট নেই। উত্তরোত্তর পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

তিনি চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ধন্যবাদ দেন। তিনি তিনি বলেন, আপনারাই করোনা ভাইরাস সংক্রমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। তিনি বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং চেম্বারসহ সকলকে একসাথে কাজ করার আহবান জানান। তিনি জানান প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে করোনাভাইরাস-এর রোগীর চিকিৎসার জন্য আলাদা আইসোলেশন ওয়ার্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও বড় বড় বেশ কয়েকটি হাসপাতাল শুধুমাত্র করোনা রোগী চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তিনি আরো জানান জেলা পর্যায়ে করোনা ভাইরাস রোগী পরিবহনের জন্য অ্যাম্বুলেন্স-এরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দেশের সার্বিক চিত্র তুলে ধরার জন্য মিডিয়া ও প্রচার কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত কোনো ভুয়া সংবাদ জানো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে এজন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে আবেদন জানানো হয়েছে তা মেনে চলার অনুরোধ জানান।

এরপর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ কোভিড-১৯ সংক্রান্ত দেশের এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা ও সনাক্তকৃত রোগী)

পরীক্ষাকৃত		সনাক্ত		মৃত্যু		অদ্যাবধি সুস্থ	চিকিৎসাধীন
৩ এপ্রিল পর্যন্ত	গত ২৪ ঘণ্টায়	৩ এপ্রিল পর্যন্ত	গত ২৪ ঘণ্টায়	৩ এপ্রিল পর্যন্ত	গত ২৪ ঘণ্টায়	২৬	২৯ হাসপাতালে ২২ জন বাড়িতে ৭ জন
২,১১৩	২০৩	৬১	৫	৬	০		

বিভিন্ন জেলা এবং আইইডিসিআর থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী (৩ এপ্রিল ২০২০; বিকাল ২:৩০টা) গতকাল সারাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য ৫২৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে আইইডিসিআর সংগ্রহ করেছে ১২৬টি এবং অপরাপর জেলা-উপজেলাস্থ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোসহ অন্যান্য হাসপাতাল মিলিয়ে আরও ৩৯৭টি নমুনা সংগ্রহ করা

হয়েছে। নমুনাগুলোর অনেকগুলোই পরীক্ষা করা হয়েছে। বাকীগুলো পরীক্ষার কাজ চলছে। পরীক্ষাকৃত নমুনাগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ২টি এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রে ১টি নমুনায় কোভিড-১৯ পজিটিভ পাওয়া গেছে। ৫টি নতুন আক্রান্তের মধ্যে বাকী ২টি আইইডিসিআর-এর পরীক্ষায় পাওয়া গেছে।

বর্তমানে প্রস্তুত কোভিড-১৯ পরীক্ষাকেন্দ্রসমূহ

ঢাকায়	ঢাকার বাইরে
১. আইইডিসিআর ২. আইপিএইচ ৩. আইসিডিডিআরবি ৪. আর্মড ফোর্সেস ইন্সটিটিউট অব প্যাথলজি ৫. ঢাকা শিশু হাসপাতাল ৬. বিএসএমএমইউ ৭. আইদেশী (ideSHi) ৮. ঢাকা মেডিকেল কলেজ ৯. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন ১০. কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল (বায়োসেফটি হুড বসানো হচ্ছে)	১. বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ট্রপিকাল এন্ড ইনফেকসাস ডিজিজেস, চট্টগ্রাম ২. ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ ৩. রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী ৪. রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর ৫. কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার

লজিস্টিক মজুদ এবং সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য (সূত্রঃ সিএমএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

(০৩-০৪-২০২০ সকাল ৮:০০টা পর্যন্ত সর্বশেষ আহরণ ও বিতরণ অনুযায়ী) (সূত্রঃ সিএমএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

সরঞ্জামের নাম	মোট সংগ্রহ	মোট বিতরণ	বর্তমান মজুদ
পিপিই (PPE)	৪,২৮,০৬০	৩,৬৬,৬৫০	৬৪,৪১০

কোভিড-১৯ পরীক্ষা সংক্রান্ত টেস্ট কিট্স-এর সরবরাহ ও মজুদ পরিস্থিতি

সরঞ্জামের নাম	মোট সংগ্রহ	মোট বিতরণ	বর্তমান মজুদ
টেস্ট কিট্স	৯২,০০০	২১,০০০	৭১,০০০
*সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে মজুদ থাকায় নুতন কিট্স সরবরাহের প্রয়োজন হয়নি।			

কোয়ারেন্টাইন সম্পর্কিত তথ্য

(সূত্রঃ হেল্থ ইমারজেন্সি এন্ড অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

স্থান	গত ২৪ ঘন্টায় (২ এপ্রিল সকাল ৮:০০ থেকে ৩ এপ্রিল সকাল ৮:০০)		অদ্যাবধি		বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টাইন
	কোয়ারেন্টাইন	ছাড়	কোয়ারেন্টাইন	ছাড়	
হোম কোয়ারেন্টাইন	৫৪৭	২,৫৯৬	৬৪,২৩৬	৪৭,৮৫৭	১৬,৩৭৯
হাসপাতাল ও অন্যান্য কোয়ারেন্টাইন	৫	৮	২৪৮	১৭৪	৭৪
সর্বমোট	৫৫২	২৬০৪	৬৪,৪৮৪	৪৮,০৩১	১৬,৪৫৩

আইসোলেশন সম্পর্কিত তথ্য (সূত্রঃ আইইডিসিআর/ হেল্থ ইমারজেন্সী এন্ড অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

গত ২৪ ঘন্টায় (২ এপ্রিল দুপুর ১২:০০ থেকে ৩ এপ্রিল দুপুর ১২:০০)		অদ্যাবধি		বর্তমানে আইসোলেশন
আইসোলেশন	ছাড়	আইসোলেশন	ছাড়	
১৪	১০	৩৮৭	৩০৫	৮২

মোবাইল ফোনে কোভিড-১৯ এর সেবা প্রদান (সূত্রঃ এমআইএস/আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

হটলাইন	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি সর্বমোট
১৬২৬৩ (স্বাস্থ্য বাতায়ন)	৬১,৪৪৫	১১,০১,০৪৭
৩৩৩	১,৬৬০	৪০,৭০৩
আইইডিসিআর (১০৬৫৫; ০১৯৪৪৩৩৩২২২)	২,৮৭৯	৮৮,০৬১
মোট ফোন কলের সংখ্যা	৬৫,৯৮৪	১২,২৯,৮১১

স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে করোনাভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানে হটলাইনে যুক্ত চিকিৎসক সংখ্যা (০৩-০৪-২০২০ সকাল ০৮:০০টা পর্যন্ত): ১,৮৬৪

বিমান/সমুদ্র/স্থল বন্দর ও রেল স্টেশনে বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের স্ক্রিনিং সম্পর্কিত তথ্য (সূত্রঃ হেল্থ ইমারজেন্সি এন্ড অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)

বিমান/সমুদ্র/স্থল বন্দর ও রেল স্টেশন	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি সর্বমোট
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সমূহ	০০	৩,২২,৪৩০
সমুদ্রবন্দর সমূহ	১৬৩	১১,৫৭৮
স্থলবন্দর সমূহ	১৪০	৩,২৬,১৯৭
ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশন	০০	৭,০২৯
মোট স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	৩০৩	৬,৬৭,২৩৪

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক করোনাভাইরাস (COVID-19) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নিম্নোক্ত গাইডলাইন সমূহ তৈরী করা হয়েছে।

১. করোনা (COVID-19) আক্রান্ত রোগীর হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিওর (SOP);

২. করোনা (COVID-19) নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বা Personal Protective Equipment (PPE)-এর যুক্তিসংগত ব্যবহার;

৩. করোনা (COVID-19) জীবানুমুক্তকরণ এবং পরিবেশগত সংক্রমণ রোধ সংক্রান্ত নির্দেশনা বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিওর (SOP);

৪. বাড়িতে পরিচর্যার নির্দেশনা: করোনা (COVID-19) আক্রান্ত সন্দেহজনক রোগী, যার মৃদু সংক্রমণ রয়েছে, এবং করোনা (COVID-19) আক্রান্ত রোগী যার হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন নেই তাদের জন্য প্রযোজ্য;

৫. বিশ্বজুড়ে COVID-19 প্রতিরোধে গর্ভবতী মা ও পরিবারের করণীয়;

৬. করোনা (COVID-19) সংক্রান্ত কুসংস্কার দূরীকরণ;

৭. করোনা (COVID-19) ভাইরাস সংক্রমণ : মানসিক চাপমুক্ত থাকতে কি করবেন;

৮. করোনা (COVID-19) ভাইরাস সংক্রমণ: শিশুদের মানসিক চাপমুক্ত থাকতে কি করবেন;

৯. করোনা (COVID-19) রোগে মৃতব্যক্তির মৃতদেহ নিরাপদভাবে দাফন/ সৎকার/ ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিওর (SOP);

১০. করোনা ভাইরাস রোগ/ কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা সন্দেহে থাকা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য;

১১. হাসপাতাল ও বিমানবন্দরে কোভিড-১৯ এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে;

১২. করোনা মোকাবেলায় জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরীর নিয়ম;

১৩. করোনা (COVID-19) কেইস ডেফিনেশন

১৪. কোভিড১৯ এবং সামজিক কুসংস্কার বা সোশ্যাল স্টিগমা-

১৫. করোনা (COVID-19) রোগী সনাক্তকরণের পরীক্ষায় অনুসরনীয় বিষয়সমূহ;

১৬. করোনা (COVID-19) এর জন্য কর্মক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ;

১৭. হাসপাতালে করোনা সংক্রান্ত বর্জ্য পরিচালনার নিদের্শনা বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসেডিওর (এসওপি);

১৮. কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব এর সময় প্রতিবন্ধিদের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ এর গাইডলাইন এর বাংলা অনুবাদ চলছে;

১৯. শিশু-কিশোরদের করোনা সংক্রমন প্রতিরোধে বাবা মায়ের ভুমিকা (https://dghs.gov.bd/index.php/bd/publication/guideline);

বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক করোনা পরিস্থিতি (সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)

(Source link: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200402-sitrep-73-covid-19.pdf?sfvrsn=5ae25bc7_2

- আজ পর্যন্ত বিশ্বে সর্বমোট **৮,৯৬,৪৫০** জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়েছে।
- এদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন **৪৫,৫২৬** জন।
- গত ২৪ ঘন্টায় বিশ্বে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা **৭২,৮৩৯** জন, যাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা **৪,৯২৪**।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গত ২৪ ঘন্টায় মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা **১৪৯** জন এবং মৃত্যুসংখ্যা **২১**।
- এ অঞ্চলে এ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে **৫৩২৪** জন এবং মোট মৃত্যুসংখ্যা **২১৬**।

প্রেস ব্রিফিংয়ের শেষ পর্যায়ে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সার্বক্ষণিক করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ -খবর নিচ্ছেন। সরকারের সব মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা এ বিষয়ে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু, প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত ভূমিকা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একজন ভাইরাস সংক্রমিত ব্যক্তি যদি নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন না রাখেন এবং অসংক্রমিত একজন ব্যক্তি যদি নিজেকে সুরক্ষিত না রাখেন তাহলে সরকারের সকল সদিচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও এই কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণের জাতীয় প্রচেষ্টা শতভাগ সফল হবে না। কেউ কেউ হয়ত জানেন না যে তারা ইতিমধ্যেই কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। তাই সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিজেকে সুরক্ষা দেবেন এবং অন্যদের সুরক্ষিত রাখবেন এটাই সকলের কাছে প্রত্যাশিত।

অধ্যাপক ডাঃ নাসিমা সুলতানা
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর